"الْجَمَاعَةُ" (আল-জামাআ'ত) দল তথা الْجَمَاعَة وَ السُّنَّةِ أَهْلُ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআত) দলটি পালন করার বিষয়ে মহান আল্লাহ তাআলা ও আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার বিভিন্ন নির্দেশনা থেকে প্রাপ্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ

(১) পবিত্র কোরআনের সুরা আল - ইমরানের আয়াত নং- ১০৩ এ বর্ণিত নির্দেশনা এবং আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পবিত্র হাদিস শরীফের নির্দেশনা মোতাবেক الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নাম দল তথা الْجَمَاعَةِ وَ السُّنَّةِ أَهْلُ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি পালন করা, মানা মুসলিম মানুষের উপর ফরজ। পবিত্র কোরআনের সুরা আল - ইমরানের আয়াত খানা হচ্ছে এই- "وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَ لاَ تَفَرَّقُوْا " অর্থঃ- "তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে এক দলবদ্ধ হয়ে আঁকড়ে ধর এবং দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ো না", "সুরা আল-মিরান, আয়াত নং-১০৩ এবং হাদিস শরীফ খানা হচ্ছে এই- " وَ أَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ " اللّٰهُ أَمَرَنِىْ بِهِنَّ السَّمْعُ وَ الطَّاعَةُ وَ الْجِهَادُ والْهِجْرَةُ والْجَمَاعَةُ

(অর্থঃ-এবং আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের আদেশ করছি, আল্লাহ [তাআ'লা] আমাকে ঐগুলোর আদেশ দিয়েছেন, ১. শুনা (শুনতে) ২.আনুগত্য করা (মানতে) ৩. জিহাদ করা (জিহাদ করতে) ৪. হিজরত করা (হিজরত করতে) ৫. আল আল-আল-জামাআ'ত তথা এক দল বদ্ধ হয়ে থাকতে অর্থাৎ الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) দল তথা الْجَمَاعَةِ وَ السُّنَّةِ أَهْلُ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলবদ্ধ হয়ে থাকতে, সুনানে তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ২৭৬৩)। নিম্নে বর্ণিত আরো কতগুলো হাদিস শরীফে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন---

" عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ "

(১) (অর্থঃ- তোমাদেরকে الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা الْجَمَاعَةِ وَ السُّنَّةِ أَهْلُ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটিকে আঁকড়ে ধরে থাকতে হবে, , তিরমিজি, হাদিস শরীফ নং-২১৬৫,আল- মু'জামুল কাবীর (তাবারানী শরীফ), হাদিস শরীফ নং-৬৪৮৩ ।

عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ (ক) فَمَنْ أَرَادَ بُحْبُوْحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ (খ)

(২) (অর্থঃ (ক) তোমাদেরকে الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) দল তথা الْجَمَاعَةِ وَ السُّنَّةِ أَهْلُ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটিকে আঁকড়ে ধরে থাকতে হবে আর الْفُرْقَةَ (ফুরকাত) তথা (দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে) বিচ্ছিন্ন হওয়া থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

(খ) অতএব, যে চাহে জান্নাতের সুখ-সাচ্ছন্দ সে الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) দল তথা السُّنَّةِ أَهْلُ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটির সাথে লেগে থাকুক, তিরমিজি, হাদিস শরীফ নং-২১৬৫, আল-মু'জামুল কাবীর (তাবারানী শরীফ), হাদিস শরীফ নং-৬৪৮৩ ।[1]

---

[1] **মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা কর্তৃক প্রদত্ত শর্তাবলী পালনের ও আনুগত্যের নাই হচ্ছে ইসলাম।**
এ সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ জাতি যাতে এ পৃথিবীতে সুন্দরভাবে চলাফেরা করতে পারে, নিরাপত্তার সাথে থাকতে পারে ও বসবাস করতে পারে, শান্তি ও শৃঙ্খলার ভিতর জীবন পরিচালনা করতে পারে সে জন্য মহান আল্লাহ তাআ'লা তাদেরকে একটি পূর্ণাঙ্গ সুন্দর জীবন ব্যবস্থা দিয়েছেন । এ জীবন ব্যবস্থার

الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলএবং ألإسلام (ইসলাম) উভয়টি পরস্পর উৎপ্রতোভাবে জড়িত। যেমন আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার হাদিস শরীফে আছে-------------------
" ثم إنكم تكونون على اثنتين و سبعين فرقة كلها فى النار إلا واحدة الإسلام وجماعتهم (13481) في المعجم الكبير للطبراني. " (অর্থঃ- আর নিশ্চয়ই তোমরাও ৭২টি ফিরকা -দলে বিভক্ত হয়ে যাবে, একটি ফিরকা -দল ব্যতীত প্রত্যেকটি ফিরকা -দলই দোযখে প্রবেশ করবে, আর তা হচ্ছে (মুক্তিপ্রাপ্ত একটি দল হচ্ছে) الإسلام وجماعتهم (ইসলাম ও তাদের الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দল। মু'জামুল কাবির,তাবারানী, হাদিস শরীফ নং-১৩৪৮১ ।
উপরোক্ত হাদিস শরীফ খানাতে الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দল এবং ألإسلام (ইসলাম) উভয়টিকে এক সাথে উল্লেখ করে একই সুতায় গেঁথে সমমর্যাদা সম্পন্ন করা হয়েছে ।
অতএব,যেখানে الْجَمَاعَةُ(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল নেই সেখানে ألإسلام (ইসলাম)ও নেই । যে কেহ الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটি প্রকাশ্যে করবে না সে মুসলিমও থাকবে না ।
যেমন হাদিস শরীফে আছে-আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন-
فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيْدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلاَمِ مِنْ عُنُقِهِ (অর্থঃ-অতএব, যে হ এক বিঘৎ (অর্ধ হাত) পরিমান الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল থেকে الْفُرْقَةُ (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল সে তার গর্দান থেকে ইসলামের বন্ধন ছিন্ন করে ফেলল, সুনানে তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ২৭৬৩) ।
(৩) নিম্ন বর্ণিত কুরআনুল কারিমের আয়াতের নির্দেশনা ও হাদিস শরীফের নির্দেশনা অনুসারে الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল থেকে الْفُرْقَةُ (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হওয়া হারাম। যেমন মহান আল্লাহ তাআ'লার দুটি বাণী- ------------------------------------
(ক)" وَ لاَ تَفَرَّقُوْا " অর্থঃ- "এবং দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ো না", সুরা আল-ইমরান, আয়াত নং-১০৩
(খ) " شَرَعَ لَكُمْ مَنَ الدِّيْنِ مَاوَصَّيْ مَا وَصَّي بِهِ نُوْحًا وَالَّذِيْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيْمَ وَ مُوْسَي وَ عِيْسَي أَنْ أَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلاَ تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ". অর্থঃ- তিনি (আল্লাহ) তোমাদের জন্য দ্বীন বা ধর্মের ক্ষেত্রে সে পথই নির্ধারিত করেছেন যার আদেশ দিয়েছিলেন নূহকে, যার ওহী বা প্রত্যাদেশ করেছিলাম আপনার প্রতি আর যার আদেশ করেছিলাম ইবরাহিম, মূসা ও ঈসাকে এই মর্মে যে, তোমরা দ্বীন বা ধর্ম প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ো না" , সুরা আশ- শুরা, আয়াত নং- ১৩ এবং আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পবিত্র বাণী- وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ (অর্থঃ- আর তোমাদেরকে الْفُرْقَةَ (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত

পরিচিতি নাম হচ্ছে ইসলাম। এ জীবন ব্যবস্থাতে মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লামা কর্তৃক প্রদত্ত বিধি-নিষেধের সমষ্টিই হচ্ছে শরীয়ত।

হয়ে বিচ্ছিন্ন হওয়া থেকে বেঁচে থাকতে হবে, তিরমিজি, হাদিস শরীফ নং-২১৬৫, আল-মু'জামুল কাবীর(তাবারানী শরীফ), হাদিস শরীফ নং-৬৪৮৩ ।

(৪) জান্নাতের প্রত্যাশীকে اَلْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটি করা , মানা ফরজ ।

যেমন আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পবিত্র বাণী- فَمَنْ أَرَادَ بُحْبُوْحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ (অর্থঃ অতএব, যে চায় জান্নাতের সুখ-সাচ্ছন্দ সে اَلْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটির সাথে লেগে থাকুক, তিরমিজি, হাদিস শরীফ নং-২১৬৫,আল- মু'জামুল কাবীর(তাবারানী), হাদিস শরীফ নং-৬৪৮৩।

(৫) "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ" তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " নিকৃষ্ট মুসলিম মানুষেরা خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ তথা " সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর " উৎকৃষ্ট মুসলিম মানুষে উন্নীত হতে চাইলে দল-উপদল ছেড়ে দিয়ে اَلْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটির অন্তর্ভূক্ত হয়ে বা নিজ কর্তৃক গঠিত দলের নাম اَلْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল নাম ধারণ করে "------ خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ "(খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ)তথা"সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর"সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম),তাবেঈন ও তাবে'- তাবেঈনগণের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের প্রদত্ত রায়-মতামত , اَلْاِجْتِهَادُ তথা গবেষণালব্ধ اَلسُّنَّةُ(আসসুন্নাহ) তথা নিয়ম, প্রণীত ফতওয়া , মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনূসারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী হতে হবে ।

আমি অত্র গ্রন্থের সূচনালগ্নেই "মতবিরোধের কারণসমূহের ব্যাখ্যা ও জটিল বিষয়গুলোর ইসলামিক সঠিক সমাধানের ব্যাখ্যা " আলোচনা শুরু করার পূর্ব মূহূর্তে ভূমিকাতেই তিনটি আলোচ্য বিষয়সম্বলিত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে নিব বলেছিলাম । আর সেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি ছিল>>>>>> " خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা " সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দী " ও "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ" (আরযালুল কুরুনি) তথা " সর্বনিকৃষ্টশতাব্দী " এবং "اَلْجَمَاعَةُ" (আল-জামাআ'ত)দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআত) প্রসঙ্গ "।

আমি এইমাত্র উপরে চিহ্নকৃত সেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনা সমাপ্ত করলাম ।

আমি এখন পৃষ্ঠা নং-২১২ থেকে পৃষ্ঠা নং-২১৪ পর্যন্ত "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ "(আরযালুল কুরুনি) তথা " সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " অন্তর্ভূক্ত আলেম-উলামাদের মধ্যে মতবিরোধের কারন সম্পর্কে আনুসঙ্গিক আলোচনা পর ০৬টি মতবিরোধের কারনসমুহের ব্যাখ্যা পৃষ্ঠা নং-২১৫ থেকে পর্যায়ক্রমে ধারাবাহিকভাবে বিস্তারিত আলাপ করতে মনোনিবেশ করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা । মহান আল্লাহ তাআ'লাই একমাত্র তওফিক দাতা ।